দৈনিক প্রথম আলো

18 APR 2017

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সভায় অভিযোগ

বড় গ্রাহকেরা ঋণ নিয়ে পাচার করছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বেসরকারি খাতের একটি ব্যাংকের এমডি গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংককে জানিয়েছেন, 'বড় কয়েকজন গ্রাহক ঋণ নিয়ে পাচার করেছেন। তাঁরা মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম সুবিধায় বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস করছেন। আমরা জানার পরও তাঁদের কিছুই করতে পারছি না।'

খেলাপি ও অবলোপন করা ঋণ থেকে আদায় কম হওয়া ২০ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সঙ্গে এক সভায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে এ অভিযোগ তুলে ধরেন তিনি। সভায় লক্ষ্য অনুযায়ী ঋণ আদায় করতে না পারা ব্যাংকগুলোকে সতর্ক করে দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে, ঋণ আদায় করতে না পারলে ব্যাংকের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। এ জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের (এমডি) অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ঋণে অনিয়ম ধরা পড়লে দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তা নিতে হবে। ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদকে এ বিষয়ে নজরদারি বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মেলনকক্ষে গতকাল আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী। সভায় জনতা ব্যাংকের এমডি মো. আবদুস সালাম, এনসিসি ব্যাংকের এমডি গোলাম হাফিজ আহমেদ, দি সিটি ব্যাংকের এমডি সোহেল আর কে হুসেইন, প্রিমিয়ার ব্যাংকের এমডি খোন্দকার ফজলে রশিদ, ব্যাংক এশিয়ার এমডি আরফান আলীসহ ২০ ব্যাংকের এমডি-ডিএমডিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভা সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যাংকগুলোর খেলাপি ও অবলোপন করা চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ আদায়ের হার মাত্র ৫ দশমিক ১৫ শতাংশ।

আরেক এমডি বলেন, 'অনেকে রিট করে নিজেকে খেলাপি দেখানো থেকে বিরত থাকছেন। তাঁরা আবারও ঋণ দেওয়ার জন্য আমাদের ওপর চাপ তৈরি করছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তাঁদের ঋণ না দেওয়ার জন্য কোনো নীতিমালা করে দিলে আমরা চাপমুক্ত থাকতে পারি।'

এ সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়, কাদের ঋণ দেওয়া যাবে, এ-সংক্রান্ত নীতিমালা রয়েছে। এরপরও কাকে ঋণ দেওয়া হবে—এ সিদ্ধান্ত একান্তই ব্যাংকের।

রাতে যোগাযোগ করা হলে এনসিসি ব্যাংকের এমডি গোলাম হাফিজ আহমেদ বলেন, 'ঋণ আদায়ে ব্যাংকগুলোকে তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমরাও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বড় যেসব ঋণ আটকে গেছে, তা আদায় কঠিন হয়ে গেছে।'

সভা শেষে এস কে সুর চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, এমডিদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, ঋণ আদায় না হলে ব্যাংকের অস্তিত্ব হুমকির মধ্যে পড়বে। এর ফলে এমডির সাফল্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। যেসব ঋণে অনিয়ম হয়েছে, তা দুদকে পাঠাতে বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে কিছু অর্থ আদায় হতে পারে। এ ছাড়া যাঁরা আদালতে রিট করে টাকা আটকে রেখেছেন, তা নিষ্পত্তি করতে অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, ২০১৬ সাল শেষে দেশের ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ৬২ হাজার ১৭২ কোটি টাকা। ২০১৫ সাল শেষে খেলাপি ঋণ ছিল ৫১ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১০ হাজার ৮০১ কোটি টাকা। এর বাইরে প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা ঋণ অবলোপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে এসব মন্দ ঋণ আর্থিক প্রতিবেদন থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। এ ঋণ হিসেবে এলে খেলাপি ঋণ হতো ১ লাখ কোটি টাকার বেশি।

ঋণ আদায় না হলে অস্তিত্ব সংকট তৈরি হবে—কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সতর্কবার্তা

২০১৬ সালের খেলাপি ঋণ ও আদায়চিত্র

ব্যাংকের নাম	খেলাপি ঋণ	খেলাপি থেকে আদায়*	অবলোপন	অবলোপন থেকে আদায়*
জনতা	৪১৬৫	১০৬	৩২৬০	৩৫
রূপালী	২৭৯৪	১১৯	৬২৮	৯
বাংলাদেশ কৃষি	৪৬৭৮	৪১৭	২২৫	.৮৬
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন	১০০৫	.১৩	১২৮	.৮৯
বাংলাদেশ কমার্স	৫৮৯	৬.১৯	১০	০
আইসিবি ইসলামিক	৬৭২	১০	৩৬০	.৪৩
এবি	৬৬৬	১৭	৫৯৬	১.৫৯
ডাচ্-বাংলা	৮৬৩	১১	১৫২	০
এনসিসি	৬৮১	১৭৪	৪৬৮	.১৩
যমুনা	৪০৫	৪৩	৪০৮	.৪৯
প্রিমিয়ার	৪৪৩	৪৭	১৪৬	.১৫
এক্সিম	১১১৮	৭২	১১৬	.১৩
ফারমার্স	১৭১	৯৪	০	০
সিটি	১০৫৩	৭৫	১৩২২	১৩.৩২
আল-আরাফাহ্	৮৯৯	৭৭	৩৫৬	১.৮
উত্তরা	৬২৫	৪৩	৯৩১	৩.৪১
ব্যাংক এশিয়া	৮০৪	১২৩	৪৬৬	১.৩৭
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	৫৭	০	৮৭	
উরি	৩০	০	৯	
কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন	৫০	২	১৬	

* আদায়ের হিসাব সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত (কোটি টাকায়)

দৈনিক যুগান্তর

18 APR 2017

খেলাপি ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

হামিদ বিশ্বাস

দেশের ব্যাংকিং খাতে এক বছরে খেলাপি ঋণ ১০ হাজার কোটি টাকা বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বেশির ভাগ ব্যাংকের খেলাপি ঋণ আদায়ের হার সন্তোষজনক না হওয়ায় একই সঙ্গে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছে। সোমবার রাষ্ট্রায়ত্ত ও দেশি-বিদেশি বেসরকারি ২০টি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এ বিষয়টি উঠে আসে। টানা দু'ঘণ্টার এ বৈঠক শেষে ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেয়া হয়, খেলাপি ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর অবস্থান : ২০ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে খেলাপি ঋণ ছিল ৫২ হাজার কোটি টাকা। ২০১৬ সালে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬২ হাজার কোটি টাকায়।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর চৌধুরী। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন এ কর্মকর্তা ব্যাংকিং খাতের ঋণ বিতরণ, আদায় ও খেলাপির সার্বিক বিষয় দেখভালের দায়িত্বে আছেন। দেশে অব্যাহতভাবে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াসহ ঋণ বিতরণে ভয়াবহ সব অনিয়মের ও দুর্নীতির খবর গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রকাশ হওয়ায় তিনি জরুরি ভিত্তিতে এ বৈঠক আহবান করেন।

বৈঠকে রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের এমডি ও ডিএমডি ছাড়াও বেসরকারি খাতের বেশ কয়েকটি ব্যাংকের এ সারির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ব্যাংকগুলোর মধ্যে রয়েছে ফারমার্স ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, এনসিসি ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, এবি ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, বিদেশি খাতের স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন ও উরি ব্যাংক প্রভৃতি। সূত্র জানায়, আরও যেসব ব্যাংকের খেলাপি ঋণ আদায় সন্তোষজনক নয়, তাদের সঙ্গেও ধারাবাহিকভাবে বৈঠক করবে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈঠক শেষে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর চৌধুরী বলেন, অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানকে দেয়া ঋণ আদায়ে কোনো ছাড় দেয়া হবে না। এর ফলে প্রতি বছর খেলাপি ঋণ বাড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে ব্যাংকগুলো মূলধন ঘাটতিতে পড়বে। এছাড়া ক্যামেলস রেটিং

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

খেলাপি ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

(ব্যাংক ভালো না মন্দ তা পরিমাপের একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি) খারাপ হবে। তিনি বলেন, খেলাপি ঋণ আদায়ে ক্রমাগত অবনতি ঘটলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এনসিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) গোলাম হাফিজ যুগান্তরকে বলেন, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ আদায়ের হার সন্তোষজনক ছিল না। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্বেগ জানিয়েছে। পাশাপাশি বেশ সতর্কও করা হয়েছে। এছাড়া ঋণ আদায়ে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফারমার্স ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) একেএম শামীম যুগান্তরকে বলেন, দেশের ব্যাংকিং খাতে এক বছরে খেলাপি ঋণ ১০ হাজার কোটি টাকা বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্বেগ জানিয়েছে। শাখা পর্যায়ে ঋণ আদায়ে কড়াকড়ি আরোপ করতে বলা হয়েছে।

এক বছরের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা

মূলধন ঘাটতিতে পড়ার আশঙ্কা

রূপালী ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) আবু নাসের চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, মন্দ ঋণ আদায় প্রক্রিয়া আরও জোরদার করতে হবে। তাদের এমন নির্দেশনা দেয়া হয়। তারাও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন।

ব্যাংক এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আরফান আলী যুগান্তরকে বলেন, খেলাপি ঋণ আদায়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এদিকে খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ২ হাজার ৭৯৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে আদায় অনিশ্চিত ২ হাজার ৪৫৭ কোটি টাকা। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের খেলাপি ৪ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা। আদায় অনিশ্চিত ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের খেলাপি ১ হাজার ৫ কোটি টাকা। আদায় অনিশ্চিত ৭০৯ কোটি টাকা। এছাড়া ফারমার্স ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ১৭১ কোটি টাকা। এর মধ্যে আদায় অনিশ্চিত ৯৬ কোটি টাকা। প্রিমিয়ার ব্যাংকের খেলাপি ৪৪৪ কোটি টাকা। আদায় অনিশ্চিত ৪১৩ কোটি টাকা। ব্যাংক এশিয়ার খেলাপি ৮০৫ কোটি টাকা। আদায় অনিশ্চিত ৭৪৪ কোটি টাকা। এনসিসি ব্যাংকের খেলাপি ৬৮২ কোটি টাকা। আদায় অনিশ্চিত ৫৫৩ কোটি টাকা। যমুনা ব্যাংকের খেলাপি ৪০৫ কোটি টাকা। আদায় অনিশ্চিত ৩৭৩ কোটি টাকা। সিটি ব্যাংকের খেলাপি ১ হাজার ৫৪ কোটি টাকা। আদায় অনিশ্চিত ৯২০ কোটি টাকা। ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের খেলাপি ৮৬৩ কোটি টাকা। আদায় অনিশ্চিত ৮১৪ কোটি টাকা। এবি ব্যাংকের খেলাপি ৬৬৬ কোটি টাকা। আদায় অনিশ্চিত ৫৫৯ কোটি টাকা। আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের খেলাপি ৬৭২ কোটি টাকা। আদায় অনিশ্চিত ৬৬২ কোটি টাকা। উত্তরা ব্যাংকের খেলাপি ৬২৬ কোটি টাকা। আদায় অনিশ্চিত ৪৪৫ কোটি টাকা। এক্সিম ব্যাংকের খেলাপি ১ হাজার ১১৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে আদায় অনিশ্চিত ১ হাজার ২৩ কোটি টাকা।

অপরদিকে বিদেশি ব্যাংকের মধ্যে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার খেলাপি ঋণ ৫৭ কোটি টাকা। আদায় অনিশ্চিত ৪৪ কোটি টাকা। কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলনের খেলাপি ৫০ কোটি টাকা। এ ব্যাংকেও আদায় অনিশ্চিত ৪৭ কোটি টাকা এবং উরি ব্যাংকের খেলাপি প্রায় ৩১ কোটি টাকা। আদায় না হওয়ার হিসাবে আছে ২৯ কোটি টাকা।

The Financial Express

1 8 APR 201

Poor recovery of classified loans irks central bank

Siddique Islam

It asks banks to intensify realisation drive for averting actions

The central bank has warned the commercial banks against poor recovery of classified and written-off loans and asked them to intensify the recovery drives if they like to avert stern actions.

Bangladesh Bank (BB) issued the warning at a meeting with 20 banks on their loan recovery position at the central bank headquarters in the capital Monday, with deputy governor SK Sur Chowdhury in the chair.

Chief executive officers (CEOs) and managing directors (MDs) of the banks, which were identified for their poor loan recovery performances, took part at the review meeting, officials said.

The BB's move came against the backdrop of poor recovery of both classified and written-off loans during the October-December quarter of last year.

During the period under review, all 57 scheduled banks recovered Tk 33.86 billion, which was only 5.15 per cent of total non-performing loans (NPLs) amounting to Tk 658.08 billion as on September 30, 2016.

At the same time, the banks realised Tk 2.83 billion or 0.82 per cent of the total written-off loans of Tk 344.38 billion, according to the BB's latest statistics.

"We've asked the banks to intensify their recovery drives across the country. Otherwise, their capital shortfall will go up further and they may face financial problem," Mr. Sur Chowdhury told the FE.

He said the CEOs have the responsibility to recover such loans. "We may take action against the CEOs if necessary."

At the meeting, the BB advised the banks to appoint senior lawyers to settle legal problems and gear up their loans recovery drives, according to the BB officials.

The senior bankers informed the meeting that they were facing legal complexities in recovering the NPLs and written-off loans.

The banks have also been advised to take help from the Anti-Corruption Commission (ACC) in case of allegations of irregularities, they added.

Continued to page 7 Col. 4

Poor recovery of classified

Continued from page 8 col. 3

The BB asked the banks to submit their quarterly recovery reports on NPLs and written-off loans to their board of directors so that the boards could take necessary measures.

Talking to the FE, a senior official of the BB said the central bank also asked the banks to provide recovery reports on NPLs and written-off loans properly to the designated BB department.

"The banks are taking very focused approaches in recovering the problem loans by increasing their day-to-day monitoring on their customers' loan accounts, particularly the large borrowers," Golam Hafiz Ahmed, MD and CEO of the NCC Bank Limited, told the FE.

The senior banker expressed the hope that the recovery of such loans would be improved in the coming quarters.

A K M Shameem, MD and CEO of the Farmers Bank Limited, said the banks will have to strengthen their recovery drives for their own survival.

The central bank had introduced the guidelines for writing off the classified loans in 2003, aiming to improve the loan recovery and make the financial statements of the banks more transparent and accountable.

Under the existing provisions, the bad loan portfolios remaining for a period longer than five years will come under the provision of written-off bad loans.

Before making any final decision on writing off any loan, the bank management has to ensure 100 per cent provisioning against the amount being written off.

On the other hand, the volume of NPLs jumped by more than 21 per cent to Tk 621.72 billion as on December 31 last year from Tk 513.71 billion on the same day of the previous year, the BB data showed.

The share of NPLs also came down to 9. 23 per cent during the October-December quarter of last year from 10.34 per cent three months back. It was 8.79 per cent as on December 31, 2015.

siddique.islam@gmail.com

দৈনিক নয়া দিগন্ত

3 APR 2017

টানা সাত মাস বাজার থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক

আশরাফুল ইসলাম

- ব্যয়বহুল তারল্য ব্যবস্থাপনায় আয় কমছে
- ব্যাংকের টাকায় ভল্ট ভরছে বাংলাদেশ ব্যাংক
- বিদেশী ঋণের চাপ বাড়ছে ব্যাংকের ওপর

বাজারে অলস টাকার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৫ লাখ টাকা সুদ দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অলস টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার ভল্টে অলস রেখে দিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, টাকার প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় মূল্যস্ফীতি ঠেকাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ অলস অর্থের ব্যয়বহুল ব্যবস্থাপনায় নেমেছে। গতকালও পাঁচ হাজার কোটি টাকা তুলে নেয়া হয়েছে। এ টাকা কোনো উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করা না হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে অলস ফেলে রাখা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, শুধু গতকালই সাত দিন, ১৪ দিন ও ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছ থেকে তুলে নেয়া হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকা। আর প্রতিটি বিলের জন্য ১০০ টাকার বিপরীতে নির্ধারিত মেয়াদ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৭টি ব্যাংককে পরিশোধ করবে চার কোটি ১৩ লাখ ২৯ হাজার টাকা। এর মধ্যে সাত দিন মেয়াদি বিলের মাধ্যমে তিন হাজার ৯১০ কোটি টাকা তুলে নেয়া হয়েছে। এ জন্য নির্ধারিত মেয়াদ শেষে পরিশোধ করতে হবে দুই কোটি ২৩ লাখ টাকা। ১৪ দিন মেয়াদি বিলের ৫৮৮ কোটি টাকার বিপরীতে ৬৭ লাখ ২০ কোটি টাকা এবং ৩০ দিন মেয়াদি বিলের মাধ্যমে ৫০০ কোটি টাকার বিপরীতে নির্ধারিত মেয়াদ শেষে পরিশোধ করতে হবে এক কোটি ২২ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। এভাবে গত সাত মাস ধরে গড়ে প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে। আর এর বিপরীতে সুদ গুনছে।

কেন টাকা তুলে নেয়া হচ্ছে : বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট এক সূত্র জানিয়েছে, ■ *১৫ পৃ: ৬-এর কলামে*

টানা সাত মাস বাজার থেকে টাকা তুলে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিনিয়োগ মন্দা তো রয়েছেই এর সাথে ব্যাংকিং খাতে অলস অর্থ বেড়ে যাওয়ার আরো একটি কারণ হলো বেসরকারি পর্যায়ে বিদেশী ঋণ। জানা গেছে, এক সময় টাকার সঙ্কটের কারণে ব্যবসায়ীদের স্বল্প সুদে বিদেশ থেকে ঋণ আনার অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। পরে ব্যাংকগুলোও তাদের অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিদেশী ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে গ্রাহকদের ঋণের জোগান দিচ্ছে। এর বাইরে সরকার আগে ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ধার নিতো। কিন্তু এখন ধার না নিয়ে বরং সঞ্চয়পত্র থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে ব্যাংকের কম সুদের ঋণ পরিশোধ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক পরিসংখ্যান মতে, এ দুই ধরনের বিদেশী ঋণ মিলে এর স্থিতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার যা বাংলাদেশী টাকায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। ওই সূত্র জানিয়েছে, একে তো বিনিয়োগ মন্দার কারণে ভালো গ্রাহক পাওয়া যাচ্ছে নতুন ঋণ নেয়ার জন্য, এর বাইরে ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিদেশী ঋণ আনায় স্থানীয় ব্যাংকগুলোর সাধারণ গ্রাহকের কাছ থেকে সংগৃহীত আমানতের পুরোটা কাজে লাগাতে পারছে না। এর ফলে প্রায় প্রতিটি ব্যাংকের হাতেই বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে থাকছে। নতুন প্রজন্মের একটি ব্যাংকের এমডি গতকাল নয়া দিগন্তকে জানিয়েছেন, বাজারে কোনো টাকা খাটাতে তারা পারছেন না। কলমানি মার্কেটেও কোনো চাহিদা নেই। এর পরও গতকাল নামমাত্র সুদে তার ব্যাংক গতকাল ২০০ কোটি টাকা কলমানি মার্কেটের মাধ্যমে অন্য ব্যাংককে ধার দিয়েছেন। ওই এমডি জানিয়েছেন, একে তো বিদেশী ঋণের বিপরীতে সুদ আকারে বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাচ্ছে বিদেশে, অন্য দিকে স্থানীয় ব্যাংকগুলোর আমানত অব্যবহৃত থাকায় ব্যাংকের অলস অর্থ বেড়ে যাচ্ছে। এতে ব্যাংকগুলোর তহবিল ব্যবস্থাপনা ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে ব্যাংকগুলোর মুনাফায়। গত রোববার প্রাইম ব্যাংকের এমডি আহমদ কামাল খান চৌধুরী এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বেসরকারি পর্যায়ে বিদেশী ঋণের কারণে ব্যাংকগুলোর মুনাফার ওপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

টাকা তুলে নেয়ার প্রভাব : বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বেসরকারি পর্যায়ে বিদেশী ঋণ ও বিনিয়োগ মন্দাজনিত কারণ এবং সরকার ব্যাংক থেকে ঋণ না নেয়ায় ব্যাংকে অলস টাকার পরিমাণ বেড়ে চলছে। এ অলস টাকার কারণেই বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বেড়েছে। এতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার করার জন্যই বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যয়বহুল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজার থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে। ব্যাংকারেরা জানিয়েছেন, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজেই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বাড়িয়ে তুলছে। কেননা প্রতিদিন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অলস টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তুলে নিচ্ছে। এ অর্থ কোনো উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করছে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে অলস ফেলে রাখছে। আর এর বিপরীতে সুদ গুনতে হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংককে। এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বছর শেষে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে।

[illegible] ব্যাংক লিমিটেড
[illegible] ডিপার্টমেন্ট
[illegible] কার্যালয়, ঢাকা।

The Daily Sun

তারিখ ঃ 18 APR 2017

Rupali Bank signs deal with Japan Remit Finance

BUSINESS DESK

Japan Remit Finance Co. Limited (JRF) signed an agreement with Rupali Bank Limited for remittance drawing arrangement between the two organisations at JRF head office in Tokyo on Sunday.

Managing Director and CEO of Rupali Bank Limited, Md Ataur Rahman Prodhan and President of Japan Remit Finance Co., Ltd (JRF) Sarwar Sunny Hossain signed the agreement on behalf of their respective organisations, said a press release.

Chairman of the Board of Directors of Rupali Bank Limited Monzur Hossain, DGM of Remittance Division Md. Fayaz Alam, Director of JRF Masahiko Watanabe and high officials of JRF were present on the occasion.

JRF is an international money transfer company established in 2011. Due to sign of the agreement with JRF, Bangladeshi expatriates can easily send their foreign remittance from Japan and other countries of the world through JRF outlets/agents to their beneficiaries' accounts maintained with 563 branches of Rupali Bank Ltd.

দৈনিক ভোরের কাগজ

18 APR 2017

বিশেষায়িত ব্যাংকের কর্মকর্তারা পদোন্নতিতে বৈষম্যের শিকার

কাগজ প্রতিবেদক : পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বিশেষায়িত ব্যাংকের কর্মকর্তারা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের জুনিয়র ও কম যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তারা আগেই পদোন্নতি পেয়ে থাকেন। সে তুলনায় পিছিয়ে থাকছেন বিশেষায়িত ব্যাংকের কর্মকর্তারা। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যায় বিশেষায়িত ব্যাংকে কর্মরত জিএমদের বিশেষায়িত ব্যাংকেই ডিএমডি পদে পদোন্নতি দেয়ার ব্যবস্থা করে এ সমস্যার দ্রুত সমাধান করার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

জানা গেছে, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি ব্যাংক কর্তৃপক্ষই দিয়ে থাকে। আর বিশেষায়িত ব্যাংকের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেয়া হয় অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে। ফলে একই সময়ে যোগদান করলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তারা যখন জিএম পদে পদোন্নতি পাচ্ছেন, তখন বিশেষায়িত ব্যাংকের কর্মকর্তারা সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম) পদে থেকে যাচ্ছেন। একইভাবে জিএম থেকে ডিএমডি পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বিশেষায়িত ব্যাংকের কর্মকর্তারা। সূত্র মতে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ৪২ জনের তালিকা তৈরি করে সর্বশেষ একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। সেই তালিকায় দেখা যায়, ➤ এরপর-পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বিশেষায়িত ব্যাংকের কর্মকর্তারা পদোন্নতিতে

● শেষের পাতার পর

সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) হিসেবে কর্মরত আছেন কামরুন নাহার। ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি জন্ম নেয়া এ ব্যাংকার চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর অবসরে যাবেন। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের তৈরি করা ৪২ জনের তালিকার সর্বশেষ নামটি তার। অথচ তার চেয়ে চার বছরের জুনিয়র হলেও রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তাদের নাম রয়েছে ওই তালিকার উপরের দিকে। একইভাবে পদোন্নতি তালিকার ৩৪ নম্বর ক্রমিকে রয়েছেন ১৯৫৮ সালে জন্ম নেয়া কৃষি ব্যাংকের আরেক জিএম মুহম্মদ মাহমুদ হাসান। আগামী ৩১ জুলাই অবসরে যাবেন তিনি।

কামরুন নাহার বা মুহম্মদ মাহমুদ হাসানের মতো পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বিশেষায়িত ব্যাংকের অন্য কর্মকর্তারাও। এ বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মো. ইউনুসুর রহমান বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো নিজেদের পৃথক আইনে পরিচালিত হওয়ায় এ ক্ষেত্রে পরিচালনা রীতি দুই ধরনের। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো নিজেদের কর্মকর্তাদের যথাসময়ে পদোন্নতি দিতে না পারলে আমাদের কী করার আছে। পদোন্নতি প্রক্রিয়া পৃথক হওয়ায় দুই ধারার ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মধ্যে সমতা বিধান সম্ভব নয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, বেসিক ও বিডিবিএল বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলভুক্ত। আর বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে তফসিলভুক্ত রয়েছে বাংলাদেশ কৃষি (বিকেবি) ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক। এর বাইরে সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর মধ্যে রয়েছে– আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নিজ নিজ ব্যাংকের উদ্যোগে পদোন্নতি দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিজস্ব পদ্ধতিতে ডিজিএম পদে কর্মরতদের তিন বছর পর সংশ্লিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক জিএম পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সরকারি পুলবহির্ভূত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংকের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেয়া হয় অর্থ মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটির মাধ্যমে। ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়। বিশেষায়িত ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার, প্রিন্সিপাল অফিসার, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারসহ সব ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে এক থেকে তিন বছর সময় বেশি লাগে। ডিজিএম থেকে জিএম পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যদের নাম চূড়ান্ত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সভাপতিত্বে গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি। পরে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের বিপরীতে এ পদোন্নতি কার্যকর হয়। এতে কালক্ষেপণ হয় আরো বেশি। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোয় কর্মরত একাধিক মহাব্যবস্থাপক বলেন, সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ডিএমডি পদে পদোন্নতির জন্য সরকারি সব কয়টি ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ জিএমদের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছে। ওই তালিকায় সরকারি পুলের মাধ্যমে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ও পুলবহির্ভূত ব্যাংকের নিজস্ব পদ্ধতিতে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী পদোন্নতি দেয়া হলে বিশেষায়িত ব্যাংকের জিএমরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এ জন্য বিশেষায়িত ব্যাংকে কর্মরত জিএমদের বিশেষায়িত ব্যাংকেই ডিএমডি পদে পদোন্নতি দেয়ার দাবি জানান তারা। রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আতাউর রহমান প্রধান বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পরই ডিজিএম পদ থেকে কর্মকর্তাদের জিএম পদে পদোন্নতি দেয়ার ব্যবস্থা করে। এ ক্ষেত্রে বিশেষায়িত ব্যাংকে কর্মরত ডিজিএমদের পদোন্নতি পেতে এক থেকে তিন বছর বেশি সময় লাগে। প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রিতার কারণেই তারা পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। বিশেষায়িত ব্যাংকের কর্মকর্তাদের যথাসময়ে পদোন্নতি দেয়াই এ ক্ষেত্রে সমাধান হতে পারে।

দৈনিক নয়া দিগন্ত

18 APR 2017

১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে : মুহিত

"১৫% ভ্যাট আরোপ হলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে"

● বিশেষ সংবাদদাতা

আগামী ১ জুলাই থেকেই নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর করা হবে। ১৫ শতাংশ হারে নতুন এ ভ্যাট আইন কার্যকর করার বিষয়ে নিজের অনড় অবস্থানের কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। অন্য দিকে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেবেন। আর ব্যবসায়ীরা বলছেন, ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপ করা হলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে। তাই এ হার ১০ শতাংশ করা উচিত।

নতুন ভ্যাট আইন বিষয়ে গতকাল সোমবার সচিবালয়ে ব্যবসায়ী ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাথে অর্থমন্ত্রীর বৈঠক শেষে দুই মন্ত্রী ও ব্যবসায়ীরা সাংবাদিকদের কাছে এ কথা বলেন। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এনবিআর চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান ও অর্থসচিব হেদায়েতুল-াহ আল মামুন উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন বেক্সিমকো গ্রুপের কর্ণধার সালমান এফ রহমান, হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ ও এফবিসিসিআইয়ের প্রথম সহসভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন।

বৈঠকে থেকে বেরিয়ে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'কোনোভাবেই ভ্যাট কমানো হবে না। ১৫ শতাংশ হারেই ভ্যাট দিতে হবে এবং তা আগামী অর্থবছরের শুরু থেকেই কার্যকর হবে।' তবে ব্যবসায়ীরা ভ্যাট ১৫ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ করার দাবি জানিয়েছেন।

পরে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ সাংবাদিকদের বলেছেন, একদিকে যেমন ভ্যাট আইন কার্যকর করতে হবে, অন্য দিকে আবার সাধারণ মানুষের স্বার্থের দিকটিও দেখতে হবে। অর্থমন্ত্রী এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আশা তার।

বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, জানতে চাইলে তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, 'ফলপ্রসূ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক সরকার, অনেক কিছু বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সরকারের মেয়াদেরও শেষ সময় এখন। মূসক আইনও কার্যকর করতে হবে, আবার সাধারণ মানুষের স্বার্থের দিকটিও দেখতে হবে। ক্ষুদ্র আকারে হলেও আমরা আবার বসব। তবে অর্থমন্ত্রী বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেবেন নিঃসন্দেহে।'

১৫ শতাংশ মূসক বাস্তবসম্মত কিনা– জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমরা যখন কথা বলি রাজনৈতিক ভাষায় কথা বলি। তবে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, যাতে সবাই খুশি হবেন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা করেন, এমনকি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও।

এফবিসিসিআইয়ের সহসভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, দেশে ২ কোটি ২৪ লাখ মাঝারি ব্যবসায়ী রয়েছে। এই মার্জিনাল বিজনেস কমিউনিটির জন্যই আমরা এখানে প্রতিনিধিত্ব করছি। আমরা চাই সিমপ্লিফাইড ওয়েতে এবং ■ ১১ পৃ: ৪-এর কলামে

১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট ১ জুলাই থেকে

৩য় পৃষ্ঠার পর

বিজনেস কমিউনিটিকে যুক্ত করে যাতে ভ্যাট আইনের প্রয়োগ করা হয়।

তিনি বলেন, 'যেহেতু ২০১২ সাল থেকে এটি নিয়ে আলোচনা চলছে, সেহেতু অবজারভেশন ইজ জেনুইন। তিনি এটা বিবেচনায় নিয়েছেন। আমরা ভ্যাট ১০ শতাংশ রাখার কথা বলেছি। উনি (অর্থমন্ত্রী) নোট নিয়েছেন, উনি বলেছেন, আরেকবার ক্ষুদ্র আকারে আলোচনা করে বাস্তবায়নে যাবেন।

ভ্যাট আইন কার্যকর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা চাই, আমাদের বিষয়গুলো সুরাহা করে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে যেন তা করা হয়। উনি জনগণের প্রতিনিধি। জনগণের সরকার। জনগণের সেন্টিমেন্ট এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সেন্টিমেন্টকে উপেক্ষা করে এটি করবেন না বলে আমাদের বিশ্বাস।

এফবিসিসিআইয়ের উপদেষ্টা ও ভ্যাট আইন বিশেষজ্ঞ মঞ্জুর আহমেদ বলেন, আমরা যেটা বলতে চাই, অর্থমন্ত্রী কিন্তু এক্সটেনশন অব ব্যুরোক্রাসি না। আমলারা যা বলে দেবে তা করা তার কাজ না। উনি জনগণের প্রতিনিধি। তাকে কনজিউমার ইন্টারেস্ট দেখতে হবে। ১৫ শতাংশের টোটাল ভ্যালু কনজিউমার লেভেলে যাতে ৪৫ শতাংশ না হয়ে যায়।

তিনি বলেন, 'আমরা বলেছি, যারা কিনে কনজিউমারের কাছে বিক্রি করেন, সেখানে ভ্যাটের রেট যেন দশমিক ৫ শতাংশের বেশি না হয়। ইউরোপে এটা দশমিক ৮ শতাংশ আছে। আমাদের এখানে যাতে সবাই ভ্যাট দিতে আগ্রহী হয়। ১৫ শতাংশ দিতে হলে কেউ আগ্রহী হবে না। তাতে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়বে। মুদ্রাস্ফীতি হবে।

নতুন আইনে ৪ হাজার ৮০০ পণ্যে ১৫ শতাংশ মূসক আরোপিত হবে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। তারা চান, ৭ থেকে ১০ শতাংশ মূসক আরোপ করা হোক। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা প্যাকেজ মূসক চান। যদিও এনবিআর বলছে, আইনে সেই সুযোগ নেই। আগামী অর্থবছরে সরকার যে প্রায় সাড়ে চার লাখ কোটি টাকার বাজেট দিতে চায়, তার বেশির ভাগ জোগান দেবে এনবিআর। আর রাজস্ব আয়ের অন্যতম

দৈনিক নয়া দিগন্ত

1 8 APR 2017

পেনশন উত্তোলন সহজ হলো

● বিশেষ সংবাদদাতা

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশনের টাকা পাওয়া সহজ করা হয়েছে। আগে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এ টাকা সংশ্লিষ্ট দফতর ও মন্ত্রণালয় হয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পেতেন। এখন এই অর্থ অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি ছাড় হবে।

সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করেছে।

এতে বলা হয়, সরকারি পেনশন পদ্ধতি সংস্কারের অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট থেকে এ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে, 'যার আওতায় '৬৩০০-অবসর ভাতা ও আনুতোষিক' সংশ্লিষ্ট সকল বরাদ্দ স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের বাজেটের পরিবর্তে অর্থ বিভাগের বাজেটে স্থানান্তর করা হয়েছে।'

তবে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলো, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে ■ ১৩ পৃ: ৮-এর কলামে

পেনশন উত্তোলন

শেষ পৃষ্ঠার পর

এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কর্মচারীদের অবসর ভাতা ও আনুতোষিক খাতে বরাদ্দ আগের মতো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতায় আলাদাভাবে দেয়া হবে।

পরিপত্রে আরো উল্লেখ করা হয়, পরিবর্তিত এ ব্যবস্থা শুধু পেনশনের বাজেট এবং এ বাজেটের বিপরীতে হিসাবায়নের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনবে। অবসরোত্তর ছুটিকালীন বেতন ও অন্যান্য ভাতা আগের মতো স্ব স্ব মন্ত্রণালয় ও দফতরের বেতন-ভাতা খাতের বরাদ্দ থেকে নির্বাহ করা হবে।

Exchange Rate

April 17, 2017

The following were the commercial banks' rates to public for some selected foreign currencies with Bangladesh Taka in cash transaction on **Monday.**

Bank	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	80.8500	86.2839	101.6475	0.7543	80.6568	61.0796	61.6639
Janata Bank	80.8500	86.5636	102.0380	0.7428	81.0536	61.2811	61.8661
Agrani Bank	80.8800	86.6899	102.6478	0.7570	80.7897	61.0820	61.4879
Rupali Bank	80.8800	86.5864	102.3992	0.7546	81.5096	61.8166	62.0879
FCBs							
StanChart	81.7900	88.0930	103.4960	0.7692	83.2283	62.8796	63.4578
HSBC	80.9900	87.6216	102.3483	0.7445	81.7042	61.2358	62.0112
CBC	81.2900	87.5006	103.4334	0.7607	--	61.7846	63.4631
Bank Alfalah	81.1600	86.7732	101.6910	0.7494	81.3426	61.7337	61.8675
PCBs							
SEBL	81.2500	87.6888	103.6575	0.7581	82.6297	61.1165	62.3538
BRAC Bank	81.6900	88.0344	102.9046	0.7744	83.1089	63.2384	62.3351
Prime Bank	81.5000	88.1543	104.1152	0.7692	81.8481	61.6449	62.0617
AB Bank	81.6400	89.4999	104.1383	0.7721	82.2270	62.4406	--
Uttara Bank	81.6000	88.7990	103.2272	0.7662	81.3340	61.5818	62.1539

Selling rate to public (inward remittance)

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	79.9000	84.4136	99.9282	0.7303	79.1207	59.7568	60.2932
Janata Bank	79.9000	84.2767	99.8239	0.7372	79.4765	60.0105	60.5662
Agrani Bank	79.9000	84.0899	99.9206	0.7276	79.2062	59.7871	60.5042
Rupali Bank	79.9000	84.3378	99.6626	0.7294	79.1024	59.6706	60.2281
FCBs							
StanChart	80.8000	84.5019	99.9063	0.7317	79.4752	59.3413	59.8869
HSBC	80.0000	84.1716	98.6583	0.7130	78.7242	58.5458	59.4212
CBC	80.3000	83.7850	99.3231	0.7243	--	59.4947	59.7994
Bank Alfalah	80.2000	82.2413	97.2972	0.7072	76.8914	57.6725	57.6022
PCBs							
SEBL	80.2500	84.4072	99.9823	0.7285	79.7952	60.0571	60.4653
BRAC Bank	80.7000	84.6832	99.4281	0.7379	78.3422	61.8481	59.5201
Prime Bank	80.5500	84.7688	100.6255	0.7359	79.6676	60.1337	60.8456
AB Bank	80.6500	84.8977	99.7659	0.7329	79.4711	59.7339	--
Uttara Bank	80.6500	84.8948	100.2285	0.7423	80.1967	60.4696	60.9630

Selling rate to importers

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	80.9000	86.3372	101.7103	0.7547	80.9483	61.1174	61.7020
Janata Bank	80.9000	86.5955	102.0756	0.7430	86.5955	61.3037	61.8889
Agrani Bank	80.9000	86.7099	102.6729	0.7571	80.7996	61.0971	61.5031
Rupali Bank	80.9000	86.6077	102.4243	0.7548	81.5295	61.8316	62.1031
FCBs							
StanChart	81.8000	88.1019	103.5063	0.7693	83.2366	62.8859	63.4641
HSBC	81.0000	87.6316	102.3583	0.7450	81.7142	61.2458	62.0212
CBC	81.3000	87.6006	103.5334	0.7617	--	61.8346	63.5131
Bank Alfalah	81.2000	86.8165	101.7417	0.7498	81.3832	61.7645	61.8984
PCBs							
SEBL	81.2500	87.6888	103.6575	0.7581	82.6297	61.1165	62.3538
BRAC Bank	81.7000	88.0644	103.1546	0.7749	83.1389	63.2684	62.3651
Prime Bank	81.5500	88.2074	104.1779	0.7697	81.8978	61.6825	62.0996
AB Bank	81.6500	89.5499	104.1883	0.7731	82.3070	62.5206	--
Uttara Bank	81.6500	88.8521	103.2899	0.7667	81.3838	61.6194	62.1919

Buying rate

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	79.7800	84.2869	99.7781	0.7292	79.0019	59.6671	60.2026
Janata Bank	79.6800	83.8339	99.4190	0.7343	79.1551	59.7678	60.3213
Agrani Bank	79.7500	83.9307	99.7326	0.7262	79.0569	59.6744	60.3904
Rupali Bank	79.7800	84.2104	99.5122	0.7283	78.9830	59.5804	60.1370
FCBs							
StanChart	80.6115	84.3047	99.6732	0.7300	79.2897	59.2029	59.7472
HSBC	79.8600	83.9516	98.4083	0.7129	78.5042	58.2958	59.2212
CBC	80.1126	83.3792	98.9331	0.7215	--	59.2633	59.5660
Bank Alfalah	79.8150	81.8415	96.8242	0.7038	76.5177	57.3921	57.3221
PCBs							
SEBL	80.2500	84.4072	99.9823	0.7285	79.7952	60.0571	60.4653
BRAC Bank	80.5918	84.5696	99.2956	0.7289	78.2371	61.7644	59.439
Prime Bank	80.3307	84.5360	100.3505	0.7338	79.4494	59.9690	60.6793
AB Bank	80.4000	84.5001	99.3249	0.7297	79.1693	59.4897	--
Uttara Bank	80.4540	84.6730	99.8365	0.7395	79.9036	60.2403	60.7379

Notes: USD = US Dollar, GBP = Great Britain Pound, JPY = Japanese Yen, CAD = Canadian Dollar, AUD = Australian Dollar, SAR = Saudi Riyal, MYR = Malaysian Ringgit, AED = UAE Drham, KWD = Kuwait Dinar, QAR = Qatar Riyal, HKD = Hong Kong Dollar, SGD = Singapore Dollar, CHF= Swiss Franc, NA= Data Not Available, PLC= Public Limited Company, FCB= Foreign Commercial Bank, PCBs= Private Commercial Bank.